সমকাল

তারিখ 15 SEP 2013
পৃষ্ঠা ৪

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা রাজনীতি নয়, চাই সংস্কার

দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় কওমি মাদ্রাসাগুলো যেন মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন এমন এক দ্বীপ, যেখানে পৌঁছে না ইহজাগতিকতার সামান্য আলো। যদি পৌঁছত, তা হলে দেশের প্রায় ১৫ হাজার কওমি মাদ্রাসার লাখ লাখ শিক্ষার্থীর কর্মজীবন অর্থনৈতিক দিক থেকে আরও সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধির সন্ধান পেত, চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে তারা বড় সুযোগ পেতে পারত। কিন্তু ১৬ বছর একটানা কওমি মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করেও এই শিক্ষার্থীরা দেশের মূলধারার শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মতো কোনো সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সুযোগ পায় না। কারণ, কওমি মাদ্রাসাগুলোয় সরকার অনুমোদিত কোনো পাঠ্যপুস্তক-সিলেবাস নেই, নেই অনুমোদিত বোর্ডও। ফলে তারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত ১৭টি জাতীয় ও আঞ্চলিক বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে এসব মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে যে ডিগ্রি অর্জন করে, তা সরকারি স্বীকৃতি পায় না। এর ফলে লাখ লাখ শ্রমশক্তি দেশের বৃহত্তর কল্যাণে ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দেশ। এ অবস্থা থেকে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জীবনমান উন্নত করতে গত বছর সরকার ১৭ সদস্যের কওমি মাদ্রাসা জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করে। এই কমিশন এ বছর ১৩ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে সুপারিশ পেশ করে। এই সুপারিশের আলোকেই কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা সনদকে সরকারি স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে চলতি অধিবেশনে জাতীয় সংসদে বিল উত্থাপনের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি নিয়েও ক্ষুদ্র স্বার্থের দলীয় রাজনীতি শুরু হয়েছে। শনিবারের সমকালের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এ-সংক্রান্ত এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, সরকারবিরোধী ধর্মভিত্তিক দল ও হেফাজতে ইসলাম এই বিল উত্থাপনের বিপক্ষে। তাদের বক্তব্য, সরকার সিলেবাস প্রণয়ন করে দিলে স্বকীয়তা হারাবে কওমি মাদ্রাসাগুলো। অন্যদিকে, কওমিবিরোধী বলে দীর্ঘকাল চিহ্নিত জামায়াতে ইসলামীও কওমি ধারার দলগুলোর পক্ষে। এমনকি মহাজোট সরকারের শরিক জাতীয় পার্টিও সমর্থন দিচ্ছে তাদের। একটি দেশের লাখ লাখ শিক্ষার্থী যুগ যুগ ধরে ইহজাগতিক উন্নততর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সরকারি চাকরি থেকে বঞ্চিত থাকবে- এ কোনো দেশেরই কাম্য হতে পারে না। আমরা মনে করি কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার দরকার। আরবি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, অঙ্ক, ইংরেজি, কম্পিউটার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ আধুনিক শিক্ষা তাদের সিলেবাসে যুক্ত হোক। তবেই বিশাল জনশক্তি মূল্যবান সম্পদে পরিণত হতে পারে। সেই লক্ষ্যেই ইতিমধ্যে গঠিত কমিশন উন্নততর কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার যে পরিকল্পনা নিয়েছিল তা এখন সংশ্লিষ্টদের বিরোধিতায় পণ্ড হতে চলেছে, যা দেশবাসীর কাম্য নয়। কোনো হীন রাজনৈতিক স্বার্থে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার এই উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত করার অপচেষ্টা হবে জাতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। আমরা মনে করি, এ ব্যাপারে দেশের প্রধান বিরোধী দলসহ সবাই দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন। কওমি মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েও আধুনিক কর্মমুখী সংস্কার সম্ভব। সে জন্য চাই রাজনৈতিক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ওঠা। আমাদের বিপুল জনগোষ্ঠীকে আলোকিত করার প্রয়াস যেন নষ্ট না হয়।